‘আরে ভাই এত টেনশন নেন ক্যান এইডা কি চাকরির ইন্টারভিউ’

স্পট : বিয়াম মিলনায়তন

11 Rb †_‡K mviv †`‡k ïi“ n‡q‡Q ÔtKvR Avc Iqvb †Zvgv‡KB LR‡Q evsjv‡`kÕ cwZ‡hvwMZv| G chš †`‡ki 11wU †jv‡Kk‡b evQvB ce m¤úb n‡q‡Q| 10 RjvB †_‡K XvKvi weqvg wgjbvqZ‡b ïi“ n‡q‡Q AwWkb ivDÛ| 15 RjvBÛi AwWkb ce D‡V G‡m‡Q Gev‡ii 24 N›Uvq...

wi‡cvU : Reÿvi †nv‡mb I mwRqv Avdwib

৯.১৫ : মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বিয়াম মিলনায়তনের মূল ভবনের বাইরের ছাউনিতে অপেক্ষা করছে অসংখ্য তরুণ-তরুণী। এরা সবাই ‘ক্লোজআপ ওয়ান তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ’ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী। জানা যায়, প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে এখানে প্রতিযোগীরা এসে ভিড় করেন। নিয়ম হচ্ছে প্রতি এক ঘন্টা পর পর প্রতিযোগীদের এখান থেকে এন্ট্রি যাচাই করে ভেতরের ওয়েটিং রুমে নেয়া নয়। সেখান থেকে সিরিয়াল অনুসারে নিয়ে যাওয়া হয় তৃতীয় তলায়, মূল প্রতিযোগিতার জন্য বিচারক প্যানেলে।

৯.৩০ : সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে যারা এসেছিলেন তাদের সবাইকে ভেতরের ওয়েটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেসব প্রতিযোগী কোনো কারণে ৯টার পর এখানে উপস্থিত হয়েছেন তারাই অপেক্ষা করছেন এখানে। কথা হলো মোহাম্মদপুর থেকে আসা প্রতিযোগী রিজিয়া খন্দকারের সঙ্গে। তিনি জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের ট্রেনার হিসেবে কর্মরত। কিভাবে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হলেন জানতে চাইলে রিজিয়া বলেন, ‘ওস্তাদের কাছে গান শিখিনি। কিন্তু সবাই বলে আমার গলা ভালো। তাই ভাবলাম বলা তো যায় না, কে জানে হয়তো আমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ। তাই সাহস করে চলে এসেছি’।

৯.৪৫ : বিচারকরা এসে পৌঁছেছেন। তারা তাদের নির্দিষ্ট প্যানেলে বাছাই পর্ব শুরু করে দিয়েছেন। আমরা চলে আসি নিচের বিশাল ওয়েটিং রুমে। এখানে প্রায় সাড়ে তিনশ’ প্রতিযোগী অপেক্ষা করছে প্রতিযোগিতার জন্য। নিচের রুমটিকে বলা যায় ওরিয়েন্টেশন রুম। একজন প্রতিযোগীর নাম, ঠিকানা সবকিছু ভালোভাবে যাচাই করার পরই তাকে গলায় আইডি কার্ড ঝুলিয়ে এই রুমে বসতে দেয়া হয়।

বিশাল ওরিয়েন্টেশন রুমে প্রতিযোগীদের সঙ্গে নানা ধরনের ফান করে তাদের সাহস দিয়ে যাচ্ছেন ‘মার্কেট এক্সেস’-এর হারুন। মূলত অনুষ্ঠানের উপস্থাপক তিনি। মার্কেট এক্সেস ক্লোজআপ ওয়ান প্রতিযোতায় ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

১০.১০ : ওরিয়েন্টেশন রুমে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন সবকিছু। দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ প্রতিযোগীই অসম্ভব নার্ভাস কারণ তারা অনেকে এর আগে কখনো কোনো অনুষ্ঠানে গান করেনি। এটিই প্রথম অভিজ্ঞতা। ওরিয়েন্টেশন রুমে কথা হয় গেন্ডারিয়া থেকে আসা সামাদের সঙ্গে। তিনি কবি নজরুল কলেজ থেকে মাস্টার্স পরীক্ষা

রেজিট্রেশন নাম্বার যাচাই করছে কর্মীরা

প্যানেলের বাইরে প্রতিযোগিদের অপেক্ষা

দিয়েছেন। সামাদ জানান, 'আমি আসলে বাথরুম সিঙ্গার। বন্ধুরা জোর করে পাঠিয়েছে। দেখি না কি হয়। অন্যদের মতো আমার কোনো টেনশন নাই।'

১০.২৫ : ওরিয়েন্টেশন রুমে প্রতিযোগীদের মাইক্রোফোন দেয়া হচ্ছে গান করার জন্য। উদ্দেশ্য এতে যেন তাদের জড়তা ভাঙে। অপেক্ষমাণ আসনের একেবারে শেষ সারি থেকে একজন প্রতিযোগীকে গান করার জন্য ডাকেন উপস্থাপক হারুন। তার ইচ্ছেমতো তাকে গান গাইতে বলেন। প্রতিযোগীর নাম মন্টি। তিনি কিশোর কুমারের একটি গান গাইবেন বলে জানান। কিন্তু মাইক্রোফোন হাতে নিতেই তার হাত কাঁপতে থাকে। পেছন সারি থেকে একজন অপেক্ষমাণ প্রতিযোগী চেঁচিয়ে বলেন, 'আরে ভাই এত টেনশন নেন ক্যান এইডা কি চাকরির ইন্টারভিউ হইলে হইবো, নাইলে নাই।' এবার মন্টির সঙ্গে গান গাইবার জন্য তাকেই ডাকা হয়। সামনে এলে হাতে মাইক্রোফোন দেয়া হয়। দেখা যায়, তারও একই অবস্থা। কিশোর কুমারের 'পৃথিবী বদলে গেছে...এ...এ...এ..' তার গলা এবং হাত দুই-ই কাঁপছিল প্রচন্ডভাবে।

১০.৪০ : নিচে নানা ধরনের মজা করা হচ্ছিল প্রতিযোগীদের টেনশন ফ্রি করার জন্য। সেখান থেকে আমরা লিফটে চলে আসি তিন তলায়। পুরো ফ্লোরকে এখানে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচ থেকে পাঠানো প্রতিযোগীদের ওপরে একটি লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে সিরিয়াল নম্বরের ভিত্তিতে। আবার যদি কেউ ভালো করেন, তবে তাকে একাধিক প্যানেলে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ইয়েস কার্ড পাওয়াদের এন্ট্রি করা হচ্ছে ওপরের ইনফরমেশন বুথে। এলেক্স এবং রাহাত নামে দু'জন কর্মী প্রতিদিনই এখানে ইয়েস কার্ড এন্ট্রি করেন। তাদের কাছে জানতে চাইলাম, প্রতিদিন এখানে কতসংখ্যক ইয়েস কার্ড এন্ট্রি হয়? রাহাত জানালো, 'প্রতিযোগীর তুলনায় এখানে ইয়েস কার্ডের সংখ্যা খুব কম। তবে সব দিন সমান থাকে না। ওঠানামা করে। যেমন আজকে এখন পর্যন্ত একজনও ইয়েস কার্ড পাওয়া প্রতিযোগী আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।'

বিচারক প্যানেলে বাঁ থেকে অসিত দে ও মাহমুদুজ্জামান বাবু

১১.০০ : এখানে দশটি রুমকে দশটি প্যানেলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটির আবার ক্রমিক নম্বর রয়েছে। প্রত্যেক প্যানেলে দু'জন করে বিচারক। আমরা ৪০২ নম্বর রুম প্যানেল ৯-এ ঢুকে একপাশে দাঁড়ালাম। এখানে রিপন খান এবং ওমর বিচারক হিসেবে আছেন। ইডেন কলেজের অনার্সের ছাত্রী জুলি এলেন প্রতিযোগী হিসেবে। রিপন খান তাকে তার ইচ্ছামতো গান গাইতে বললেন, 'যেটুকু সময় তুমি আছো পাশে...' জুলি অসম্ভব নার্ভাস ছিলেন। 'থাকো'র জায়গায় 'আছো' বলেছেন সম্ভবত সে কারণেই। তাকে আবার সুযোগ দেয়া হলো। এবার তিনি 'কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে...' গানটি গাইলেন। তবে তাতে সুর, তাল, লয়ের যথেষ্ট মাত্রাগত তারতম্য লক্ষ্য করা গেল। জুলি ইয়েস কার্ড পেলো না। বিচারকরা তাকে আরো ভালোভাবে প্র্যাকটিসের উপদেশ দিলেন।

১১.১০ : প্যানেল-৯ থেকে বের হতেই দেখি অপেক্ষমাণদের সারিতে অপেক্ষা করছেন র‍্যাম্প মডেল আসিফ। হঠাৎ র‍্যাম্প ছেড়ে গান? জানতে চাইলে আসিফ বলেন, গান তো গাইতে পারি। দেখি না কি হয়।

১১.২০ : এই ফ্লোরেই রয়েছে আরেকটি ওয়েটিং রুমে। নিচ তলার ওয়েটিং রুমের সঙ্গে এর একটা পার্থক্য রয়েছে। যাদের একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে তাদের জন্য। পরিচয় হলো আনিসা এবং আহসানের সঙ্গে। তাদের দু'জনকে যথাক্রমে ২ এবং ৮ নম্বর প্যানেলে পরীক্ষা করা হয়েছে। এখন তাদের এখানে রাখা হয়েছে ভিন্ন প্যানেলে পাঠাবার জন্য। একাধিক প্যানেলে পরীক্ষা করার বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে ইভেন্ট টিমের আহাদ জানান, 'সব বিচারক সব ধরনের গানে এক্সপার্ট নন। যদি কোনো প্রতিযোগী ভালো করে তখন মনে করা হয় তার কাছ থেকে হয়তো আরো ভালো কিছু পাওয়া যাবে। সে প্রতিযোগীকে তখন নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এটা বাছাই প্রক্রিয়ার একটা ভালো দিক বলে মনে হয়।'

১১.৪৫ : আবার নিচে চলে এলাম সার্বিক পরিস্থিতি দেখার জন্য। বাইরে গিয়ে দেখলাম উপচে পড়া ভিড়। মনে হলো সকালের চেয়ে এখন আরো বেশি প্রতিযোগী অপেক্ষমাণ। ভেতরের ওরিয়েন্টেশন রুমে ঢুকতেই দেখি ইয়েস কার্ড পাওয়া ৩ জনের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। তারা হচ্ছেন মুনিরা ফেরদৌসী মহুয়া, ফারাহ এবং আহসান হাবীব। তাদের কাছে জানতে চাইলাম তারা কি গান গেয়েছিলেন। প্রত্যেকেই বললেন, একাধিক প্যানেলে তাদের বাছাই করা হয়েছে। এহসানের সঙ্গে ওপরেই পরিচয় হয়েছিল। এহসান বললেন, 'আমি কনফিডেন্ট ছিলাম যে, আমি বাছাই পর্বে টিকবো।'

১২.০০: হইচই, গানের শব্দ। মাইক্রোফোন হাতে কথা বলে যাচ্ছেন হারুন। প্রতিযোগীদের এনে গান গাওয়ানো চলছে। চোখে পড়লো একসঙ্গে তিনজন মেয়ে বসে আছেন। দেখে মনে হলো ওরা একটু চিন্তিত। গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই একজন বললেন, তিনি অপরাজিতা দাস। এসেছেন এলিফ্যান্ট রোড থেকে। এইচএসসির ছাত্রী। তিনি খুবই টেনশনে আছেন, 'কেমন জানি লাগছে, কি হবে কে জানে।'

পাশে বসা মিতুল বলে উঠল, 'আমার এতক্ষণ ভীষণ টেনশন লাগছিল। হঠাৎ করে কেন জানি এখন আর টেনশন হচ্ছে না। ভীষণ ভালো লাগছে।'

১২.২০ : আবার চলে এলাম উপরে বিচারক প্যানেলের সামনে। এখানেও অপেক্ষমাণ প্রতিযোগীরা কিছুটা টেনশনে আছেন। কেউ কেউ গুনগুন করে গান প্র্যাকটিস করছেন।

তাকিয়ে দেখি একদিকে চলছে

ফটোসেশন। ইয়েস কার্ড পাওয়া প্রতিযোগীদের হাসিমুখে ছবি তুলছেন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। এক হাতে ইয়েস কার্ড অন্য হাতে বিজয়ের চিহ্ন। এদের একজন বিপ্লব চক্রবর্তী। এসেছেন ফতুল্লা থেকে। তিনি বললেন, 'অসম্ভব ভালো লাগছে, ভাবতেও পারিনি। জানি না শেষ পর্যন্ত পারব কি না কিন্তু এখন ভীষণ ভালো লাগছে।' তিনি আধুনিক গান গেয়েছিলেন। গান শিখেছেন ফতুল্লার একটি স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন থেকে।

Iwi‡q‡›Ukb i“‡g cwZ‡hvMxiv

চলছে প্রতিভার অন্বেষণ

অপর ইয়েস কার্ড প্রাপ্ত প্রতিযোগী টুসি। তিনি উত্তরা থেকে এসেছেন। ছায়ানটের ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী টুসি বললেন, 'আমি নজরুল সংগীত করেছি। প্রথমে ওয়েটিংয়ে ছিলাম। পরে অন্য প্যানেলে গিয়ে ইয়েস কার্ড পেয়েছি।'

ইয়েস কার্ড পাওয়া বা না পাওয়া সবাই নেমে যাচ্ছিলেন অন্য পাশের সিঁড়ি দিয়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নেমে গেলাম নিচে।

১.০০ : নতুন প্রতিযোগিরা বাইরে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। হই চইয়ের সঙ্গে চলছে এনটিভির শুটিং। বিশাল লাইন বিয়ামের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। 'কেউ ভুল করে, কেউ ভুলে পড়ে.......' গান গাচ্ছিলেন লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন। অন্য লাইনে দাঁড়ানো প্রতিযোগীরা হাতে তালি দিয়ে তাল মিলাচ্ছিলেন।

১.৩০ : গান আর হইচই আনন্দে কখন সময় কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। ঘড়ির কাঁটা তখন দেড়টা। বুঝলাম খেতে হবে। এরই মধ্যে ক্লোজআপ ওয়ান কর্তৃপক্ষও বিরতি ঘোষণা করলেন অনুষ্ঠানের। কারণ মধ্যাহ্নভোজ। বেরিয়ে পড়লাম আমরাও।

২.৩০ : এসে দেখলাম সিরিয়াল করে বসানো প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে ১ থেকে ৭০ সিরিয়ালের প্রতিযোগীদের ওপরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চলছিল খালি সিটগুলো পূরণ করতে বাইরের অপেক্ষমাণ প্রতিযোগীদের ভেতরে এনে বসানোর কাজ। আমরাও চলে এলাম তাদের সঙ্গে ওপরে বিচারক প্যানেলের কাছে।

২.৪০ : এক প্রতিযোগীর সঙ্গে ঢুকে পড়লাম ৪ নম্বর প্যানেলে। এখানে বিচারক হিসেবে আছেন প্রণব ঘোষ এবং সোহেল আজিজ।

প্রতিযোগী তানভীর রানা। 'সজনী সাঁঝের তারা হয়ে...' গানটি তিনি ধরলেন। গান শুনে তার ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিচ্ছিলেন বিচারকরা। বললেন, কাউকে গান গেয়ে প্রেম নিবেদন করতে গেলে কানে কানে গাইতে হবে। তা না হলে গলাটা খুলে গাইতে হবে। তানভীর রানা জানালেন, তিনি আগে বুলবুল একাডেমিতে গান শিখতেন। তবে প্র্যাকটিস নেই অনেক দিন। তাই গানের এ অবস্থা।

তানভীর বের হওয়ার পর এই প্যানেলে ঢুকলেন সাথী। তাকে তার পছন্দের একটি গান গাইতে বলা হলো।

তিনি কোন গানটা গাইবেন জানতে চাইলে বললেন, অনেকগুলো গান ঠিক করে এসেছি, কোনটা গাইবো বুঝতে পারছি না। অনেক ভেবে তিনি ধরলেন 'আকাশে বাতাসে চল সাথী উড়ে যাই চল...' বিচারকরা কিছুক্ষণ শুনে তাকে সাবিনা ইয়াসমিন বা সামিনা চৌধুরীর কোনো গান গাইতে বললেন। সাথী সামিনা চৌধুরীর 'কবিতা পড়ার প্রহর এসেছে..' গানটির কিছুটা গাইলেন। বিচারকরা তার ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আবেগ দিয়ে গাইতে হবে, স্কেল নামাতে হবে। দুলাইন গেয়েও শোনালেন। তারপর আরো দুটি গান গাইতে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে তার ভুলগুলোও ধরিয়ে দিচ্ছিলেন তারা।

৩.১৫ : ইতিমধ্যেই ইউনিলিভার বাংলাদেশের মার্কেটিং ম্যানেজার আসিফ ইকবাল এসে পৌছেছেন প্রতিযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি দেখার জন্য। তিনি এসে সবকিছু ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না খবর নিলেন। আমরা ক্লোজআপ ওয়ান সম্পর্কে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য প্যানেলের পাশেই আরেকটি রুমে বসলাম। আসিফ ইকবাল বললেন, 'আমাদের ছেলে মেয়েদের চমৎকার গানের গলা আছে। অথচ তারা তা জানে না। অন্যের অনুকরণ করে। তাদের দোষ দিয়েই লাভ কী, আজকে যে ক্যাসেটনির্ভর মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে এটা তারই নেতিবাচক দিক। সঙ্গীত যে সাধনার ব্যাপার, ভেতরকার ব্যাপার এটা আমরা ভুলে যাই'। তিনি আরো জানান, 'আরেকটি সুখবর আছে, আমাদের এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় থাকছেন অপি করিম। আমরা কোনো নিউজ মিডিয়াকে এখনো এই খবরটা দিইনি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমেই অনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা দিলাম।'

৩.৪০ : আসিফ ইকবালের সঙ্গে কথা শেষ করতেই অপি করিম এলেন। হঠাৎ করে প্রোগ্রাম এনাউন্সার হিসেবে কাজ করতে চাইছেন কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তরুণদের যে অংশগ্রহণ দেখেছি এটা ভালো লেগেছে। আমি নিজেও তরুণ। এ ধরনের আয়োজন আমাদের দেশে প্রথম। সব মিলিয়ে বিষয়টাতে নতুনত্ব আছে।'

৪.০০ : তুমুল প্রতিযোগিতা চলছে। বিভিন্ন প্যানেলের ভেতর থেকে গানের শব্দ ভেসে আসছে। আবার আমরা প্যানেলে যাই মূল প্রতিযোগিতা দেখার জন্য। পানেল ৫-আছেন বিচারক মাহমুদুজ্জামান বাবু এবং অমিত দে। জানতে চাইলাম নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে তারা কোন কোন বিষয়কে দেখছেন। জানা গেল এখানে মোট নম্বর ৫০। কণ্ঠ, সুর, তাল, উচ্চারণ ও আবেগ এই ৫টি বিষয়ের প্রতিটিতে ১০ নম্বর করে নির্ধারিত। এ বিষয়গুলোই দেখছেন তারা।

৪.১৫ : প্যানেল ৪-এর বিচারক লাবু এবং সাবাতানি। তাদের প্যানেল থেকে এই মাত্র ইয়েস কার্ড পেয়েছেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। তিনি মাগুরা গ্রুপে চাকরি করেন। তার চোখে-মুখে আনন্দের ছটা। ইয়েস কার্ড পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে নাসিরউদ্দিন এন্ট্রি না করেই চলে যাচ্ছিলেন। তাকে ইভেন্ট কর্মীরা থামিয়ে এন্ট্রি রেজিস্টারে নাম লেখালেন। বেশ হাঁপাচ্ছিলেন তিনি। বলেন, 'বাইরে আমার পরিবারের সদস্যরা অপেক্ষা করছে। তাদের জানিয়ে আসি।'

৪.৩০ : প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ পর্যায়ে। অপেক্ষমাণ তালিকায় এখন আর কেউ নেই। প্যানেলগুলো থেকে একে একে সব প্রতিযোগী বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। তাদের সঙ্গে আমরাও নেমে যাচ্ছিলাম নিচে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই কানে এলো দুই বন্ধুর কথোপকথন- 'আরে ইয়েস কার্ড পাই নাই তাতে কি, বড় বড় শিল্পীর সামনে গান তো গাইতে পারছি।'

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**